কোম্পানীর হিসাব

ইউনিট ৭

ভূমিকা

ধাপে ধাপে ব্যবসায় সংগঠনের বিবর্তন ঘটেছে। এ বিবর্তনের শুরুতে এসেছে এক মালিকানা ব্যবসায় এবং তৎপর অংশীদারী ব্যবসায়। কোম্পানী ব্যবসায়ের প্রচলন হল বিবর্তনের তৃতীয় ধাপ। কোম্পানী ব্যবসায়ের প্রকৃতি প্রথম দু'টি থেকে আলাদা। কারণ এর রয়েছে আলাদা আইনগত ভিত্তি। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। এই আইনটি কোম্পানী আইন (Company Law) নামে পরিচিত। ১৯১৩ সালে আইনটি অনুমোদন পেয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে এই আইনটির সংশোধন করা হয়। কোম্পানী ব্যবসায়ের মালিকগণ/শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর অর্থ সরবরাহ করলেও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেনা। কোম্পানীর এ ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এর হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিও অন্য দু'টি ব্যবসার হিসাবরক্ষণ থেকে ভিন্ন। আমরা হিসাববিজ্ঞান কোর্সের প্রথম পর্বে এক মালিকানা ব্যবসার চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে জেনেছি। এই ইউনিটে আপনারা কোম্পানির নানাবিধ তাত্ত্বিক বিষয়সহ এর চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

এ ইউনিটে আছে :

পাঠ-১ ঃ কোম্পানীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ-২ ঃ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলপত্র

পাঠ-৩ ঃ শেয়ার

পাঠ-৪ ঃ ঋণপত্র

পাঠ-৭.১ কোম্পানীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ কোম্পানির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ কোম্পানির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

কোম্পানীর সংজ্ঞা

সাধারণভাবে কোম্পানিকে সদস্যগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কতিপয় ব্যক্তির সংগঠন (association) কে কোম্পানি বুঝানো হয়। তবে আইনগতভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিবন্ধনকৃত সংগঠন (association) কে কোম্পানি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সাধারণ উদ্দেশ্যটা যে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে তা নয়। অন্য উদ্দেশ্যও হতে পারে। যেমন - দাতব্য বিষয়, গবেষণা ও জ্ঞান সম্প্রসারণ ইত্যাদিও হতে পারে।

আপনি একটু আগে জেনেছেন যে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা কোম্পানির ব্যবসা নিয়ন্ত্রত। তাহলে আসুন আমরা কোম্পানি আইনে কোম্পানির কি সংজ্ঞা দেওয়া আছে তা জেনে নেই-

"কোম্পানি বলিতে এই আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত কোন কোম্পানি বা কোন বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝাইবে।" (Company means company formed and registered under this act or an existing Company) এখানে বিদ্যমান বা existing Company বলতে পূর্ববর্তী কোন কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধনকৃত কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধনকৃত কোম্পানিকে বুঝানো হয়েছে।

অপর একটি সংজ্ঞায় বিচারপতি Lindley বলেছেন, A Company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and it for a common purpose. অর্থাৎ কোম্পানি হল কতিপয় ব্যক্তির একটি সংগঠন যারা অর্থ বা আর্থিক সম্পদ একটি তহবিলে জমা করে এবং তা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে। এখানে common stock বলতে কোম্পানির মূলধনকে বুঝানো হয়েছে।

অনুরূপভাবে বিচারপতি জন মার্শালও কোম্পানির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সংজ্ঞাটি খুব বিখ্যাত একটি সংজ্ঞা। এবার আসুন আমরা তার দেওয়া সংজ্ঞাটি জেনে নেই। কোম্পানির সংজ্ঞা দিতে দিয়ে তিনি বলেছেন, "A Company is an artificial being invisible, intangible and existing only in contemplation of law".

অর্থাৎ "কোম্পানি হল একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যাহা অদৃশ্য, অস্পর্শযোগ্য আইনের আওতায় বিদ্যমান।"

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

উপরোক্ত সংজ্ঞা আলোচনার সময় আমরা কোম্পানির কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এবার আমরা কোম্পানির বিষদভাবে এর বৈশিষ্ট্যগুলো জান্‌ব। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১. স্বেচ্ছামূলক সংগঠন (Voluntary association)

কোম্পানি একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন মাত্র। জোর করে কাউকে এর সদস্য বানানো যায় না আবার জোর করে সদস্য পদ থেকে বাদও দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সে কোম্পানির সদস্য হবে কি হবে না। মুনাফার প্রত্যাশাই একজন ব্যক্তিকে কোম্পানির সদস্য হতে প্রেরণা যোগায়।

২. স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বা (Independent legal entity)

কোম্পানির সদস্য থেকে এর সত্ত্বা (entity) সম্পূর্ণ আলাদা। এটি আইন দ্বারা সৃষ্ট। কোম্পানি সম্পত্তির মালিক হতে পারে, অপরের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মাম্‌লা করতে পারে এবং নিজের আর্থিক লেনদেন নির্বাহ করার জন্য ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারে ইত্যাদি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আইন কোম্পানিকে একজন ব্যক্তির ন্যায় কাজ করবে ক্ষমতা প্রদান করেছে যা সদস্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৩. অব্যবহৃত অস্তিত্ব (Perpetual existence)

কোম্পানি যখন সৃষ্টি হয় তখন থেকেই এর কোন উত্তরাধিকার থাকে না। সদস্যের উত্তরাধিকার থাকে কিন্তু কোম্পানির নয়। সদস্য তার মালিকানার অংশ অন্য একজনের কাছে বিক্রয় করতে পারে এতে কোম্পানির মূলধনের কোন পরিবর্তন হয় না।

৪. স্থায়িত্ব : কোম্পানি গঠিত হয় আইন (১৯৯৪) অনুসারে। ইহার ফলে চিরন্তন অস্তিত্বের সুবিধা ভোগ হবে।

৫. সদস্য সংখ্যা : প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্যসংখ্যা ২জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। পাবলিক লিঃ কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

১. বাংলাদেশে কোন সালের কোম্পানি আইন প্রচলিত?
   ক. ১৯১৩ খ. ১৯৩২
   গ. ১৯৯৪ ঘ. ২০১৪

২. কোম্পানির অস্তিত্ব বা প্রকৃতি কিরূপ?
   ক. অস্থায়ী খ. ক্ষণস্থায়ী
   গ. নির্দিষ্ট মেয়াদী ঘ. চিরস্থায়ী

৩. কোম্পানির মালিক হচ্ছে-
   ক. পরিচালকগণ খ. ব্যবসায়ীগণ
   গ. শেয়ারহোল্ডারগণ ঘ. কর্মচারীগণ

৪. পাবলিক লি. কোম্পানির ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কত?
   ক. ২ জন খ. ৫ জন
   গ. ৭ জন ঘ. ১০ জন

৫. প্রাইভেট লি. কোম্পানির ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কত?
   ক. ২ জন খ. ৫ জন
   গ. ৭ জন ঘ. ১০ জন

৬. স্বাধীন ও পৃথক স্বত্তা রয়েছে এরূপ ব্যবসায় সংগঠন হচ্ছে-
   i. অংশীদারি
   ii. প্রাইভেট লি. কোম্পানি
   iii. পাবলিক লি. কো:
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলাদি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ কোম্পানির স্মারকলিপির বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ পরিমেল নিয়মাবলীর বিবরণ দিতে পারবেন
- ☞ বিবরণপত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পরিমেল বন্ধ বা কোম্পানির স্মারকলিপি

পরিমেল বন্ধ কোম্পানির একটি প্রামাণ্য দলিল। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কোম্পানির মূল বিষয়গুলো এর মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন - মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও কোম্পানির ক্ষমতা ইত্যাদি। এ দলিলে বর্ণিত বিষয়ের বাইরে কোম্পানি কিছু করতে পারে না। যদি করে তাহলে সেটি অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে এবং আদালত কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোম্পানি যদি পরিমেল বন্ধের বর্ণিত বিধানের বাইরে কিছু করে তাহলে তাকে Ultravires নামে অভিহিত করা হয়। এবার আসুন আমরা সংক্ষেপে পরিমেল বন্ধের সংজ্ঞা জেনে নেই। সেটি হল,

যে দলিলের মধ্যে যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা বর্ণিত থাকে তাকে কোম্পানির পরিমেল বন্ধ বলা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট ফরমে প্রণয়ন করে মুদ্রিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হতে হয় যাতে পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে ৭ জন ও প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ জন সদস্যের স্বাক্ষর থাকে।

নিচে কোম্পানির পরিমেল বন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

১. কোম্পানির নাম, প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের ঠিকানা
২. উদ্দেশ্য ঃ কোম্পানি কি উদ্দেশ্যে গঠিত তার বিষদ বিবরণ এতে থাকবে। যেহেতু উদ্দেশ্যের বাইরে কোন কাজ করা যায় না তাই এটিকে বিষদ রাখা উচিত যাতে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা না হয়।
৩. শেয়ার হোল্ডাদের দায় ঃ কোম্পানির মালিক অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের দায় সর্বদা সীমিত। তবে কতটুকু সীমিত তা অবশ্যই নির্ধারিত থাকতে হবে।
৪. মূলধন ঃ মূলধনের বিবরণ এবং তার কতগুলো অংশে বিভক্ত তাঁর স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিটি অংশকে শেয়ার বলে।
৫. উদ্যোক্তার চাঁদা ঃ কোম্পানির উদ্যোক্তা (Sponsor) কি পরিমাণ চাঁদা দিয়ে অর্থাৎ কি পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানি গঠন করবেন তার উল্লেখ থাক্‌তে।

উল্লেখ্য যে, পরিমলে বন্ধ পরিবর্তনের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।

পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) ঃ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্য নির্বাহী করার জন্য যে দলিল ব্যবহার করা হয় তাকে পরিমেল নিয়মাবলী বলা হয়। এটি কোম্পানির ক্ষেত্রে কোন আবশ্যিক দলিল নয়। এটি না হলেও কোম্পানি কাজ চালাতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের টেবিল 'A' ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং পরিমেল নিয়মাবলী হল টেবিল 'A' -এর বিকল্প দলিল। এর ধারা পরিবর্তনের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয় না। তবে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে যে সকল বিষয়ের নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে তা নিচে দেওয়া হল।

১. কোম্পানির অভ্যন্তরীন পরিচালনা ও কার্যক্রমের বিবরণ
২. শেয়ারের শ্রেণী বিভাগ ও শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার
৩. মূলধন পরিবর্তনের নিয়ম
৪. নূন্যতম মূলধনের পরিমাণ
৫. ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা
৬. শেয়ার বিক্রয়ের কমিশনের হার
৭. শেয়ার হস্তান্তর ও হস্তান্তর ফি -এর পরিমাণ।
৮. শেয়ার তলব (call) এর নিয়ম
৯. শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম
১০. লভ্যাংশ বিতরণ সংক্রান্ত নিয়ম
১১. লভ্যাংশ সঞ্চিতকরণ ও মূলধনে পরিবর্তনের নিয়ম
১২. পরিচালক নিয়োগে ভোটদানের নিয়ম

১৩. পরিচালকের সংখ্যা, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার, পারিশ্রামিক ইত্যাদি
১৪. যোগ্যতাসূচক শেয়ার (Minimum subcription) -এর পরিমাণ
১৫. পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
১৬. পরিচালকদের সভা আহ্বান ও পরিচালনার নিয়মাবলী
১৭. কোম্পানির বিলোপ সাধনের নিয়মাবলী।

কোম্পানি পরিমেল নিয়মাবলীর বিধান বহির্ভূত কোন কাজ করলে তাকে intravires বলা হয়। তবে এটি কোন অবস্থাতে পরিমেল বন্ধের পরিপন্থী হবে না।

পরিমেল বদ্ধ এবং পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য ঃ

পরিমেল বদ্ধ এবং পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

পরিমেল বদ্ধ	পরিমেল নিয়মাবলী
১. পরিমেল বদ্ধ কোম্পানির মূল সনদ। এটির মধ্যে কোম্পানির উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও তৃতীয় পক্ষের সাথে কোম্পানির সম্বন্ধ কি হবে তার উল্লেখ থাকে।	১. পরিমেল নিয়ামবলী কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়মাবলী এবং ঐ কোম্পানির ভিতরের বিভিন্ন পক্ষের সম্বন্ধ কি হবে তাহার উল্লেখ থাকে।
২. পরিমেল বদ্ধ কোম্পানির প্রামাণ্য দলিল।	২. পরিমেল নিয়মাবলী কোম্পানির গৌণ দলিল।
৩. প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ পরিমেল বদ্ধে থাকে।	৩. পরিমেল নিয়মাবলীতে কোম্পানির খুঁটি-নাটি বিষয়সূহের বিষদ বিবরণ থাকে।
৪. পরিমেল বদ্ধ পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ প্রস্তাব ও আদালত বা সরকারের সম্মতি আবশ্যক।	৪. পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্য আদালতের সম্মতির প্রয়োজন হয় না।
৫. কোম্পানি আইন অনুসারে পরিমেল বদ্ধ রেজিস্ট্রি করতে হয়।	৫. ইহার রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক নহে। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তে কোম্পানি আইনের টেবল "এ" গ্রহণ করা যায়।
৬. পরিমেল বদ্ধ পরিমেল নিয়মাবলীর আওতার মধ্যে রচিত হয়।	৬. পরিমেল নিয়মাবলী পরিমেল বদ্ধের আওতার মধ্যে রচিত হয়।

বিবরণপত্র

কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে মূলধন সংগ্রহের জন্য সাধারণ জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের আবেদন জানায়। কোম্পানি যে দলিলের মাধ্যমে এ ধরণের আবেদন জানায় তাকে বিবরণপত্র (Prospectus) বলে। এ দলিলের মধ্যে কোম্পানি কার্যক্রম, আর্থিক বিবরণী, বিগত বছরের অডিট প্রতিবেদন ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য জনসাধারণকে সরবরাহ করা হয়। বিবরণপত্র পরিচালক বা পরিচালকদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কতৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। নিচে বিবরণ পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হল ঃ

১. পরিমেল বন্ধের বিষয়সূচি
২. পরিচালকদের নাম, ঠিকানা, যোগ্যতা ও পারিশ্রামিক
৩. বিভিন্ন ধরনের শেয়ারে মূলধন বিভক্তকরণ ও শেয়ারে বণ্টনকৃত মূলধনের পরিমাণ
৪. শেয়ার ক্রেতাদের কাছে ইস্যুর পরিমাণ ও প্রকৃতি
৫. ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি
৬. শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন
৭. নূন্যতম মূলধনের পরিমাণ
৮. কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচের পরিমাণ ও তার অবলোপন পদ্ধতি
৯. শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ
১০. উদ্যোক্তা বা প্রবর্তকের দেয় অর্থের পরিমাণ
১১. প্রথম পরিচালক মন্ডলীর সদস্যের নাম, ঠিকানা ও বিবরণ
১২. রেজিস্ট্রার্ড অফিসের ঠিকানা
১৩. ব্যাংকার, অডিটর, দালাল, সলিসিটর প্রভৃতির নাম ও ঠিকানা
১৪. চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণী (নিরীক্ষীত)।

বিবরণপত্র প্রচারের পূর্বে তা অবশ্যই রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করতে হয়। তবে বিকল্প দলিল অর্থাৎ Statement in Liu of Prospectus - ও জমা দেওয়া যায়। তবে এই Statement বা বিবরণীটির বিষয়বস্তু অবশ্যই বিবরণপত্রের অনুরূপ হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

১. কোম্পানির কাঠামো কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়?
ক. মূলধন খ. শেয়ার
গ. স্মারকলিপি ঘ. পরিমেল নিয়মাবলী

২. কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের দিক দর্শন হিসেবে ভূমিকা রাখে নিচের কোনটি?
ক. স্মারকলিপি খ. প্রত্যয়নপত্র
গ. পরিমেল নিয়মাবলি ঘ. প্রচার পত্র

৩. কোন পত্রকে কোম্পানির জন্ম সনদ বলে?
ক. প্রচার পত্র খ. বিবরণ পত্র
গ. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ঘ. নিবন্ধন পত্র

৪. কোম্পানিতে যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করেন কারা?
ক. উদ্যোক্তাগণ খ. পরিচালকগণ
গ. শেয়ার হোল্ডারগণ ঘ. ঋণপত্র হোল্ডারগণ

৫. কোম্পানি আইনানুযায়ী পরিমেল নিয়মাবলি নির্দেশ করে-
i. পরিচালকমণ্ডলীর কর্তৃত্ব ও অধিকার
ii. কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়ম
iii. কোম্পানির অভ্যন্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক
নিচের কোনটি?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. আইনানুযায়ী কোম্পানির স্মারকলিপি নির্দেশ করে-
i. কোম্পানির কার্যক্ষমতার সীমা
ii. কোম্পানিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সীমা
iii. কোম্পানির সাথে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পর্ক।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ শেয়ার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ শেয়ারের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ শেয়ার মূলধনের বিবরণ দিতে পারবেন
- ☞ শেয়ার মূলধন সংগ্রহের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শেয়ার

ব্যবসা পরিচালনার জন্য মূলধন প্রয়োজন। কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। মূলধন নির্ধারণের জন্য মূলধন ইস্যুকারী কম্পটোলার (Comptoller) -এর কাছে আবেদন করতে হয়। নির্ধারিত মূলধনকে আবার কতগুলো অংশে ভাগ করা হয়। প্রতি অংশকে শেয়ার বলে। ধরুন, একটি কোম্পনির মোট মূলধনের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। এ পরিমাণকে ৫০০০ অংশে ভাগ করা হলে প্রতি অংশে ১০০ টাকা পড়ে। সুতরাং, প্রতিশেয়ার ১০০ টাকা বলা হবে। যদি এ মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে কোম্পানিটি ঋণ গ্রহণ করবে। সুতরাং উৎসের ভিত্তি করে মূলধন দু'ধরণের হয়ে থাকে। যেমন -

১. শেয়ার মূলধন বা নিজস্ব মূলধন (Equity Capital)
২. ঋণ মূলধন (Loan Capital)

এবার আসুন আমরা কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করি ঃ

কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উপায়

১. **শেয়ার ইস্যু ঃ** পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কোম্পানি (পাবলিক) মূলধন সংগ্রহ করার জন্য জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের আবেদন জানায়। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে জনসাধারণ শেয়ার ক্রয় করে এবং এভাবে কোম্পানি মূলধন তহবিল সংগ্রহ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাল কোম্পানির জন্য শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করা সহজ। কেননা শেয়ার মালিক সবসময় বিনিয়োগ করে তাঁর লগ্নিকৃত অর্থের আয় সবচেয়ে বেশি পেতে চায়। শেয়ার মালিক আয় হিসেবে লভ্যাংশ পায়।

২. **ঋণ পত্র (Debenture) ঃ** মূলধনের চেয়ে যদি বেশি অর্থ প্রয়োজন পড়লে বাজারে ঋণপত্র ইস্যু করে। এক্ষেত্রে ঋণ পত্রের মালিকরা লভ্যাংশের পরিবর্তে একটি নির্ধারিত হারে সুদ পায়। যার পরিমাণ কখনই কমে না।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ (Loan from financial Institutions) ঃ** কোম্পানি প্রয়োজনের সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

৪. **সঞ্চিত অর্থ (Retained Earnings) ঃ** কোম্পানি সাধারণতঃ লাভের পুরো অংশ শেয়ার মালিকদের মাঝে বিতরণ করে না। ব্যবসার কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য একটি অংশ সংরক্ষণ করা হয়। এই সংরক্ষিত অংশ ভবিষ্যতের মূলধন হিসেবে কাজ করে।

শেয়ার মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

নিচে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার মূলধনের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১. **অনুমোদিত বা অভিহিত বা নিবন্ধিত মূলধন (Authorised or Nominal or Registered) ঃ** মূলধন ইস্যুকারী কম্পটোলার (Comptroler of Capital Issue) যে পরিমাণ মূলধন ইস্যু করে দেয় তাকে অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বলা হয়। যেহেতু একটি আনুমানিক বা প্রাক্কলিত তাই এটিকে অভিহিত বা Nominal শেয়ার মূলধনও বলা হয়। আবার যেহেতু এটিকে কোম্পানির পরিমেল বন্ধে উল্লেখ করতে হয় যা রেজিস্ট্রার্ড Registered তাই এটিকে নিবন্ধিত মূলধনও বলা হয়।

২. **ইস্যুকৃত মূলধন (Issued Capital) ঃ** সাধারণত অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পুরোটাই প্রাথমিক পর্যায়ে শেয়ার বিলির জন্য উপস্থাপন করা হয় না। যে অংশ শেয়ার ইস্যুর জন্য উপস্থাপন করা হয়। তাকে ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধন বলা হয়। অন্যদিকে অপর অংশ অবিলিকৃত বা Unissued শেয়ার মূলধন বলা হয়।

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোম্পানির মোট মূলধনকে কতগুলো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি অংশকে শেয়ার বলে। যে শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ার মালিক বা শেয়ার হোল্ডার বলে।

নিচে শেয়ারের প্রকারভেদ আলোচনা করা হল ঃ

১. **সাধারণ শেয়ার (Ordinary share) :** শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক। তাই তারা কোম্পানির অর্জিত মুনাফারও মালিক। অর্জিত মুনাফার যে অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে। যে শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হয় তাকে সাধারণ শেয়ার বলা হয়। এখানে আরো একটি বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। সেটি হল, কোন কারণে কোম্পানি বিলুপ্ত হলে তখন এর সকল সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেনাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সকলের প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে তা থেকে সাধারণ শেয়ার মালিকদেরকে ফেরত দেওয়া হয়।

২. **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference share) :** এ ধরণের শেয়ারের প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য সাধারণ শেয়ারের সাথে তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। লভ্যাংশ প্রদান এবং মূলধন ফেরতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণ সাধারণ শেয়ার মালিকদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। অর্থাৎ প্রথমে অগ্রাধিকার শেয়ারমালিকদের নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ প্রদানের পর সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। কোম্পানির বিলুপ সাধনের সময় মূলধন ফেরতের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মানা হয়। সুতরাং যে সমস্ত শেয়ারের মালিককে লভ্যাংশ প্রদান ও মূলধন ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলা হয়। এ ধরণের শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার নির্ধারিত। যেমন, ১০% অগ্রাধিকার শেয়ার। এর অর্থাৎ ১০% এর অতিরিক্ত বা কম লভ্যাংশ দেওয়া যাবে না। তবে এ ধরনের শেয়ার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হল।

   ক. **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cummulative Share) :** লাভ হলেই শুধু লভ্যাংশ প্রদান করা যায়। কোন বছর কোম্পানি লাভ না করতে পারে এবং পরের বছর লাভ হলে এ ধরনের শেয়ার মালিকদের গত বছরের বকেয়াসহ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের বছরভিত্তিক লভ্যাংশ বিলুপ (Lapse) হয় না।

   খ. **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Cummulative) :** এ ধরনের শেয়ার মালিকরা শুধু লাভ হলেই লভ্যাংশ পাবে। কোন বছর লাভ না হলে তার জন্য কোন বকেয়া (arear) লভ্যাংশ পাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

১. কোম্পানির শেয়ার মূলধনের সমান ও ক্ষুদ্র একককে কী বলে?
   ক. ন্যূনতম মূলধন খ. শেয়ার
   গ. ঋণপত্র ঘ. মূলধনাংশ

২. শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানি হতে মূলত: কী পায়?
   ক. বোনাস শেয়ার খ. মুনাফা
   গ. লভ্যাংশ ঘ. সুদ

৩. কোম্পানির নামের শেষে লিমিটেড লেখার অর্থ কী?
   ক. কোম্পানির মূলধন সীমাবদ্ধ খ. শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ
   গ. পরিচালকদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ঘ. কোম্পানির মেয়াদ সীমাবদ্ধ

৪. কোন ধরনের শেয়ার 'লভ্যাংশ' বণ্টনে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়?
   ক. অগ্রাধিকার শেয়ার খ. সাধারণ শেয়ার
   গ. প্রবর্তকদের শেয়ার ঘ. বোনার শেয়ার

৫. অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডাররা অগ্রাধিকার পায়–
   i. লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে ii. মূলধন প্রত্যার্পনে
   iii. পরিচালক নির্বাচনে
   নিচের কোনটি?
   ক. i ও ii খ. ii ও iii
   গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানির-
i. মূলধন সরবরাহকারী
ii. মালিক
iii. ঋণদাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
সাথী, কলি ও মলি তিন বোন সমঝোতার ভিত্তিতে টাংগাইলে একটি বিউটি পারলার চালায়। ব্যবসায় তারা বেশ সুনাম অর্জন করেছে এবং তাদের মুনাফার পরিমাণও ভাল অর্জিত হয়। তাদের ব্যবসায়ের একটি আইনগত পৃথক মর্যাদা না থাকাতে তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিধায় তারা একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়লো।

৭. তিন বোন কোন ধরনের নতুন প্রতিষ্ঠান গড়লো?
ক. অংশীদারি খ. পাবলিক লিঃ কোম্পানি
গ. প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি ঘ. ব্যবসায় জোট।

৮. তাদের ব্যবসায়ের একটি আইনগত পৃথক মর্যাদা থাকবে বলতে কী বুঝিয়েছেন?
i. মালিক থেকে প্রতিষ্ঠানের সত্তা আলাদা হবে
ii. প্রতিষ্ঠান নিজ নামে পরিচিতি ও পরিচালিত হবে
iii. কোম্পানির সত্তা ও শেয়ারহোল্ডারদের সত্তা অভিন্ন হবে
নিচের কোনটি?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
জনাব প্রতীক ঢাকা শহরের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। তার অনেক ধরনের ব্যবসায় আছে। তিনি তার কতিপয় বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার আইন উপদেষ্টা তাদেরকে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র নিয়ে সংমস্মারক তৈরী করতে পরামর্শ দেন এবং সংঘবিধি না করলেও চলবে বলে জানান। তবে তাদেরকে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হবে।

৯. আইন উপদেষ্টা জনাব প্রতীককে কী ধরনের কোম্পানি গঠনের পরামর্শ দিচ্ছেন?
ক. প্রাইভেট লি: কোম্পানি খ. পাবলিক লি: কোম্পানি
গ. নিবন্ধিত কোম্পানি ঘ. বিধিবদ্ধ কোম্পানি

১০. ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের কারণ হলো–
i. কার্যারম্ভের অনুমতি পাওয়ার জন্য
ii. নিবন্ধনপত্র পাওয়ার জন্য
iii. শেয়ার ইস্যু করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ ঋণপত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ঋণ পত্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের ঋণ পত্রের বিবরণ দিতে পারবেন।

ঋণপত্র (Debenture) : পূর্ববর্তী পাঠে বলা হয়েছে যে কোম্পানি মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি উভয় ধরনের ঋণ গ্রহণের করে। এটি আর কিছুই নয়। কোম্পানির ঋণ গ্রহীতার স্বীকৃতিপত্র মাত্র। এ স্বীকৃতিপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি জনসাধারণের কাছে ঋণের আবেদন জানায়। ধরুন, একটি কোম্পানি ৫ বছর মেয়াদি ১০% ঋণপত্র ইস্যু করল। যার আর্থিক মূল্য ১০,০০০ টাকা। যদি কেই একটি ঋণপত্র ক্রয় করে তাহলে ঐ ব্যক্তি ১০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে সুদ পাবে। মেয়াদপূর্তি অর্থাৎ ৫ বছর পর আবার ১০,০০০ টাকা ফেরত পাবে। ঋণপত্রটিতে ঋণের সকল শর্ত বর্ণিত থাকে। স্বীকৃতিই ঋণপত্রের সারকথা। নিচে ঋণপত্রের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করা হল :

জামানতের ভিত্তিতে ঋণপত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. **সাধারণ ঋণপত্র (Ordinary Debenture) :** কোম্পানির কোন সম্পত্তি জামানত হিসেবে না রেখে যে ঋণ পত্র ইস্যু করা হয় তাকে সাধারণ ঋণপত্র বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণপত্রের মুল্য প্রতর্পণ ও সুদ প্রদান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

খ. **বন্ধকী ঋণপত্র (Mortage Debenture) :** এ ধরনের ঋণপত্র ইস্যু করার সময় কোম্পানির পরিসম্পদ বন্ধক রাখা হয়। যদি কোম্পানি বিলুপ্ত হয় তাহলে ঐ সম্পদ বিক্রয় করে ঋণপত্রের মালিকদের ঋণ পরিশোধ করা হয়। মেয়াদ পূর্তির সময় ও সুদের হার পূর্বেই এ ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

বন্ধকী সম্পত্তির উপর ঋণপত্রের মালিকদের দাবী দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন -

১. নির্দিষ্ট দায় (Fixed Charge) ২. অনির্দিষ্ট দায় (Floating Charge)

Fixed Charge -এর ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির উপর ঋণপত্রের মালিকদের একটি স্বত্ত্ব জন্মায় এবং সে কারণে কোম্পানি তাদের অনুমতি ছাড়া ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন লেনদেন করতে পারে না।

Floating Charge - এর ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির উপর ঋণপত্রের মালিকদের স্বত্ত্ব জন্মায় না এবং কোম্পানি তাদের অনুমতি ছাড়া ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত লেনদেন করতে পারে।

ঋণ পরিশোধের ভিত্তিতে ঋণপত্র দু'ধরনের; যেমন - (১) পরিশোধ্য ঋণপত্র (২) অপরিশোধ্য ঋণপত্র

১. **পরিশোধ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture) :** যে ঋণপত্র নির্দিষ্ট সময়পর পরিশোধ করা হয় তাকে পরিশোধ্য ঋণপত্র বলা হয়। যেমন- ৫ বছর মেয়াদি ১০% ঋণপত্র। এ ধরনের ঋণপত্র পরিশোধ করার সময় নতুন ঋণপত্র ইস্যু করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

২. **অপরিশোধ্য ঋণপত্র (Irredeemable Debenture) :** এ ধরনের ঋণপত্রের অর্থ কোম্পানির বিলুপ সাধনের পূর্বে ফেরত দেওয়া হয় না।

শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য :

শেয়ার ও ঋনপত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১. ডিবেঞ্চার কোম্পানির ঋণ, আর শেয়ার কোম্পানির মূলধনের অংশ।

২. ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানির ঋণদাতা কিন্তু শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির মালিক।

৩. ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, অপরদিকে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

৪. ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ কোম্পানির ঋণদাতা তাই তাদের ভোট প্রদানের অধিকার নাই, অপরদিকে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক হওয়ায় পরিচালক নিয়োগের জন্য ভোট প্রদান করতে পারে।

৫. ডিবেঞ্চারহোল্ডার শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। কোন লভ্যাংশ পায় না। কিন্তু শেয়ারহোল্ডার নির্দিষ্ট বা পরবর্তনীয় হারে লভ্যাংশ পায় এবং লোকসান হলে তাও তাদের বহন করতে হয়।

৬. সাধারণত ডিবেঞ্চার অর্থ ফেরত দেওয়া হয় কিন্তু পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ছাড়া শেয়ারের অর্থ ফেরত দেওয়া হয় না।

৭. কোম্পানির বিলুপ সাধনের সময় ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের দাবি শেয়ারহোল্ডারগণের আগে পূরণ করা হয়। কোম্পানির সমস্ত প্রকার ঋণ পরিশোধের পর শেয়ারহোল্ডারগণের অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে তা থেকে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।

শেয়ার ইস্যুকরণ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ারের মূল্য এককালীন বা এক দফায় আদায় করা যায় অথবা বিভিন্ন কিস্তিতে আদায় করা যায়। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত কিছু বিষয় সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **অবলেখক এবং অবলেখন কমিশন (Underwriter and Underwriting Commission) :** শেয়ার বিলিকরণের জন্য কোম্পানি অনেক সময় এমন লোককে নিয়োগ করে যে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই রকম দায়িত্বে নিয়োজিত লোককে বা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানির অবলেখক বলে। কোন অবলেখক যদি কোম্পানির সম্পূর্ণ শেয়ার বিক্রয় করতে না পারে তবে নিয়মানুযায়ী দায়গ্রাহককে বাকি শেয়ারগুলো ক্রয় করতে হয়। আবার ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের আশায় কোন অবলেখক কোম্পানির শেয়ারের সমস্ত বা একটি অংশ নিজেই ক্রয় করতে পারে। অবলেখকের এই কাজকে অবলেখন (Underwriting) বলে। অবলেখক শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি গ্রহণ করে উহার জন্য তাহাকে পারিশ্রামিক প্রদান করা হয়। ইহাকে অবলেখন কমিশণ (Underwriting Commission) বলে।

২. **সর্বনিম্ন চাঁদা বা নূন্যতম পুঁজি (Minimum Subscription) :** এটি সর্বনিম্ন যে পরিমাণ শেয়ার জনসাধারনের নিকট বিক্রয় করলে কোম্পানি শেয়ার বিলির জন্য অগ্রসর হতে পারে। সর্বনিম্ন চাঁদা বা নুন্যতম পুঁজি (Minimum Subscription)। এই সর্বনিম্ন চাঁদা কত হবে পরিচালকমন্ডলী তাহা নির্ধারণ করেন। পরিচালকমন্ডলী নিম্নলিখিত খরচগুলো বিবেচনা করে সর্বনিম্ন চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করেন :

   ক. কোন সম্পত্তি ক্রয় বাবদ প্রদেয় মূল্য:
   খ. কোম্পানির প্রাথমিক খরচ ও গঠন সংক্রান্ত খরচ:
   গ. শেয়ার বিক্রয়ের দালালি বা অবলেখন কমিশন;
   ঘ. কার্যকর পুঁজি;
   ঙ. অন্য কোন অপরিহার্য ব্যয়।

সর্বনিম্ন চাঁদার পরিমাণ কত তাহা কোম্পানির পরিমেল বন্ধে কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলীতে বিবরণপত্রে উল্লেখ করতে হয়। সর্বনিম্ন চাঁদার উল্লেখ না থাকে তবে কোম্পানির ইস্যুকৃত মূলধনই সর্বনিম্ন চাঁদা হিসাবে বিবেচিত হয়। সর্বনিম্ন চাঁদার পরিমাণ শেয়ার বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানি শেয়ার বিলি করতে পারে না।

৩. **শেয়ারের জন্য আবেদন (Application for Share) :** কোম্পানির শেয়ার বিক্রির জন্য বিবরণপত্র প্রচার করে। এই বিবরণপত্র প্রচারিত হবার পর কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবার জন্য জনসাধারণ আবেদনপত্র দাখিল করে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ফি বাবদ যে অর্থ প্রদান করে তার নাম আবেদনের টাকা (Application money)। কোম্পানি আইন অনুযায়ী আবেদনের টাকা শেয়ারের অভিহিত মূল্যের পাঁচ শতাংশ অপেক্ষা কম হতে পারে না।

৪. **শেয়ারের বিলিকরণ (Allotmet of Shares) :** বিবরণপত্র প্রচারের পর শেয়ারক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট দেয় অর্থসহ শেয়ারের জন্য আবেদন করে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নূন্যতম মূলধন সংগ্রহের উপযুক্ত শেয়ার- আবেদনপত্র পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত শেয়ারের বণ্টনের কার্য শুরু করা যায় না। নূন্যতম মূলধন সংগৃহীত হলে শেয়ার বণ্টন কাজ শুরু হয়। যাদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করা হল তাদের প্রত্যেকের কাচে একখানি করে শেয়ারবণ্টন পত্র পাঠানো হয়। বণ্টনপত্রের দ্বারা কোম্পানি উক্ত শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে। যে সমস্ত শেয়ারক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের শেয়ার ক্রয়ের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়, তাদের কাছে প্রত্যাখ্যান পত্র মারফত এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশভাবে মঞ্জুরীকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন অর্থ বাবদ প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ পরবর্তী কিস্তির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়।

৫. **শেয়ারের তলব (Share Call) :** শেয়ারের জন্য আবেদন ও আবণ্টন অর্থ পাবার পর এবং শেয়ারহোল্ডারদের নাম রেজিস্ট্রারে নথিভুক্ত হবার পর শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হতে শেয়ারের যে বাকি মূল্য বিভিন্ন কিস্তিতে আদায় করা সেগুলোকে তলবী অর্থ বলে অভিহিত করা হয় এবং কিস্তিগুলোকে তলব বলা হয়। তলবের সংখ্যা একাধিক হলে তলবগুলিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। যেমন - প্রথম তলব (First Call), দ্বিতীয় তলব (Second Call) ইত্যাদি।

৬. **শেয়ার সার্টিফিকেট (Share Certificate) :** কোম্পানি আইনের ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানি সদস্যদের প্রত্যেককে তাদের ক্রীত অংশ বা স্টকের প্রমান বা নিদর্শনস্বরূপ যে পত্র প্রদান করে উহাকে শেয়ার সার্টিফিকেট (Share Certificate) বলে। এটি সভ্যদের ক্রীত শেয়ারের মালিকানার নির্দশন। আবেদন ও বিলিকরণের টাকা রশিদের পরিবর্তে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এতে শেয়ারের মোট সংখ্যা এবং নম্বর লিপিবদ্ধ থাকে।

৭. **শেয়ার পরোয়ানা (Share Warrant) :** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পূর্ণ আদায়ী শেয়ারের (Fully paid-up Share) জন্য উহার সভ্যদেরকে শেয়ার পরোয়ানা ইস্যু করতে পারে। ইহা একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। ইহা যার অধিকারে থাকে সে এতে উল্লেখিত শেয়ারের মালিক হয়। তাই শেয়ার পরোয়ানা হস্ত পরিবর্তনের ফলে উহার মালিকানা স্বত্ব চলে যায়।

৮. **সমমূল্যে শেয়ার ইস্যু করা (Issue of Shares at Par) :** শেয়ার যদি ইহার লিখিত বা অভিহিত মূল্যের সমান মূল্যে ইস্যু করা হয় তবে একে সমমূল্যে ইস্যু অর্থাৎ (Issue at Par) বলা হয়। যেমন ১০.০০ টাকা লিখিত মূল্যের শেয়ার ১০.০০ টাকায়ই ইস্যু করা হল।

৯. **প্রিমিয়াম বা অধিমূল্যে শেয়ার ইস্যু করা (Issue of Shares at a Premium) :** শেয়ার যদি ইহার লিখিত মূল্য অর্থাৎ অভিহিত মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি মূল্যে ইস্যু করা হয় তবে একে অধিমূল্যে ইস্যু অর্থাৎ (Issue at a Premium) বলা হয়। যেমন, ১০.০০ টাকা লিখিত মূল্যের শেয়ার ১১.০০ টাকায় ইস্যু করা হল। এই দুই অঙ্কের পার্থক্যকে অধিমূল্য বা Premium বলা হয়। ইহা কোম্পানির একটি মূলধনজাতীয় আয়। ইহাকে উদ্বৃত্তপত্রের দায়পার্শ্বে পৃথকভাবে দেখাতে হয়।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ার অধিমূল্য হিসাব (Share Premium) -এর অর্থ নিম্নলিখিতভাবে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যথা -

ক. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে বোনাস শেয়ার বিলিকরণের সময়;
খ. প্রাথমিক খরচ অবলোপন করিত;
গ. কোম্পানির শেয়ার ঋণপত্র বিলির জন্য প্রদত্ত কমিশন বা বাটার অবলোপন করিতে;
ঘ. কোম্পানির ফেরতযোগ্য অগ্রাধিকারসমূহ শেয়ার বা ঋণপত্রের দেনা পরিশোধকালে দেয় অধিহারের ব্যবস্থায়; এবং
ঙ. সুনামের মূল্য অবলোপন করিতে।

১০. **বাটাতে শেয়ার ইস্যু করা (Issue of Shares at a Discount) :** শেয়ার যদি ইহার লিখিত মূল্য বা অভিহিত মূল্য অপেক্ষা কিছু কম মূল্যে ইস্যু করা হয় তবে একে বাটাতে ইস্যু অর্থাৎ Issue at a Discount বলা হয়। যেমন, ১০.০০ টাকা মুল্যের শেয়ার ৯.০০ টাকায় ইস্যু করা হইল এবং দুই অঙ্কের পার্থক্যকে বাট্টা বলা হয়। ইতা কোম্পানির একটি মূলধনজাতীয় ক্ষতি। শেয়ার বাট্টা হিসাব উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির পার্শ্বে দেখাতে হয়।

শেয়ার বাট্টাতে ইস্যু করতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। যথা -

ক. কোম্পানি ব্যবসা আরম্ভ করার সার্টিফিকেট পাওয়ার তারিখ হতে কমপক্ষে এক বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে;
খ. কোম্পানির সাধারণ সভায় শেয়ার বাট্টাতে ইস্যুর জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করতে হবে;
গ. আদালতের অনুমোদন নিতে হবে; এবং
ঘ. সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাট্টার পরিমাণ শেয়ারের লিখিত মূল্যের ১০% -এর বেশি হবে না। উপরোক্ত শর্তগুলোর যে কোন একটি পূরণ না হলে বাট্টাতে শেয়ার ইস্যু করা কোম্পানি আইনের ১০৫(ক) ধারা অনুযায়ী বেআইনী বলে গন্য হবে।

১১. **অতিরিক্ত আবেদনপত্রের টাকা বা অতিরিক্ত চাঁদা (Excess Application money or Over Subscription) :** কখনো কখনো দেখা যায় যে, কোম্পানি যে পরিমাণ শেয়ার ইস্যু করতে চায় তা অপেক্ষা বেশি শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র পাওয়া গেল। এই অতিরিক্ত আবেদনপত্রের সহিত যে টাকা পাওয়া গেল ইহাই অতিরিক্ত আবেদনপত্রের টাকা বা অতিরিক্ত চাঁদা। এইরূপ ক্ষেত্রে ঃ

ক. যে সকল আবেদনকারীকে কোন শেয়ার ইস্যু করা হয় না, তাহাদের আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রাপ্ত টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়া হয়।
খ. যে সকল আবেদনাকারীকে তাহাদের প্রার্থিত শেয়ার অপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার ইস্যু করা হয়, তাহাদের আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রাপ্ত অতিরিক্ত টাকা তাহাদিগকে ফেরত না দিয়া সাধারণত পরবর্তী কিস্তির প্রদেয় টাকা বাবদ রেখে দেওয়া হয়।

১২. **কম চাঁদা (Under Subscription) :** যে পরিমাণ শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে তদপেক্ষা কম শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া গেলে, একে কম চাঁদা (Under Subscription) বলা হয়।

১৩. **বকেয়া তলব অনাদায়ী তলব (Calls in Arrear) :** অনেক সময় শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ক্রীত শেয়ারের দেয় টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে পারে না। শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টিত শেয়ারের অর্থ আদায়ের নোটিশ প্রদান করার পরও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ যদি বিলিকরণ বা তলব বাবদ দেয় টাকা পরিশোধ করতে না পারে তবে ঐ বকেয়া অর্থকে অনাদায়ী তলব বা বকেয়া তলব (Calls in Arrear) বলে।

১৪. **অগ্রিম তলব (Calls in Advance) :** শেয়ারহোল্ডারগণ অনেক সময় কোম্পানি কর্তৃক তলব করার পূর্বে তলবের টাকা শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিয়ে দিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা তলব করা হয়েছে তার অতিরিক্ত প্রাপ্ত টাকাকে অগ্রিম তলব (Calls in Advance) বলে। উদ্বৃত্ত পত্রের দায় পার্শ্বে অগ্রিম তলব আদায়কৃত

মূলধন হতে পৃথকভাবে দেখাতে হবে। অগ্রিম তলবের উপর কোনরূপ লভ্যাংশ পাওয়া যাবে না। তবে কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলী অনুমোদন করিলে এই টাকার উপর কোন নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া যেতে পারে।

১৫. **অগ্রিম প্রাপ্ত তলবী অর্থের উপর সুদ (Interest on Calls in Advance) :** কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলীর অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম তলবী অর্থের উপর সুদ দেওয়া যেতে পারে। এই সুদের হার অনেক সময় পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকে। সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৬.০০ টাকার বেশি হতে পারে না। প্রশ্নপত্রে সুদের হার উল্লেখ না থাকলে ইহা ৬% ধরা যেতে পারে। যে তারিখে অগ্রিম প্রাপ্ত তলবী অর্থ পাওয়া যায়, ঐ তারিখের পরে যে তারিখে তলব বাবদ টাকা চাওয়া হবে সেই তারিখ পর্যন্ত তারিখ পর্যন্ত সময়ের উপর এই সুদ হিসাব করতে হয়।

চূড়ান্ত হিসাব

১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনে ১৩০ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানিকে নিম্নলিখিত বিষয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

- কোম্পানির যাবতীয় জমা ও খরচ।
- কোম্পানির যাবতীয় পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়।
- কোম্পানির সম্পত্তি ও দেনার বিবরণ।

কোম্পানি আইনের ১৩১ ধারা অনুযায়ী কমপক্ষে একবার প্রতি বৎসর কোম্পানির পরিচালকগণ এর লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করতে হয়। তবে নতুন রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের ১৮ মাসের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হয় এবং সেখানে উপরিউক্ত লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র দাখিল করতে হয়। অবশ্য এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ১৪দিন আগে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের নিকট কোম্পানির লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্রের (কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর এবং হিসাব-পরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ) কপি পাঠাতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়।

লাভ-লোকসান হিসাব

কোম্পানি আইনে লাভ-লোকসান হিসাব প্রণয়ন করার জন্য আইনে বিধান রয়েছে। কোম্পানির লাভ-লোকসান হিসাবকে নিম্নলিখিত চারটি ধাপে ভাগ করিয়া থাকেন।

১. উৎপাদন হিসাব (Manufacturing Account);
২. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Trading Accont);
৩. লাভ-লোকসান হিসাব (Profit & Loss Account); এবং
৪. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব (Profit & Loss Appropriation Account)

হিসাববিজ্ঞানের প্রথম পত্রে আমরা এক-মালিকানা ও অংশীদারী ব্যবসার হিসাব প্রণয়ন সম্পর্কে জেনেছি। কোম্পানির উৎপাদন হিসাব, ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে কোম্পানির একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে কোম্পানির উৎপাদন হিসাব. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান প্রণয়নে সতর্কতার অবলম্বন করতে হয়। উৎপাদন হিসাব এবং ক্রয়-বিক্রয় বিক্রয় হিসাবের উদ্দেশ্য হল কোম্পানির মোট লাভ বা মোট লোকসান নির্ণয় করা; আর লাভ-লোকসান হিসাব 'নীট লাভ' বা 'নীট লোকসান' নির্ধারণ করে।

কোম্পানির লাভ-লোকসান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করা। কোম্পানি আইন অনুযায়ী এটি করা বাধ্যতামূলক। এক-মালিকানা বা অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে সাধারণত এই হিসাব প্রস্তুত করা হয় না বা প্রস্তুত করাও বাধ্যতামূলক নহে।

লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব

এটি লাভ-লোকসান হিসাবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তুত করা হয়। এটি কোম্পানি আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক। শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ এবং কোম্পানির বিবিধ পাওনাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে আইন অনুযায়ী লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করতে হবে।

এ হিসাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য হল কোম্পানির নীট লাভ কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণে বিলি হল। এবং সর্বশেষ পর্যায়ে নীট লাভের কি পরিমাণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হল তা নিরূপণ করা।

এ হিসাব প্রণয়ন করার সময় নিচের বিষয়গুলো দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. ক্রেডিট পার্শ্বে প্রথমে পূর্ববর্তী বৎসরের নীট লাভের উদ্বৃত্ত (যদি থাকে) আনতে হবে। পরে চলতি বৎসরের নীট লাভ (যদি থাকে) আসবে। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরের নীট লোকসান বৎসরের নীট লোকসান বা চলতি বৎসরের নীট লোকসান থাকলে সেগুলো এ হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হবে।

২. এ ছাড়া, কোন সাধারণ বা বিশেষ সঞ্চিতি হতে উত্তোলন করা হলে সেটিও হিসাবে ক্রেডিট পার্শ্বে দেখাতে হবে। নিচের বিষয়গুলোর জন্য লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবকে ডেবিট করা হয়।

৩. নীট লাভের অংশ -বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত হয় বা উহার জন্য সঞ্চিতি তৈরী করা হয়, যেমন - সাধারণ সঞ্চিতি তৈয়ার করা, বিশেষ সঞ্চিতি তৈরী করা ইত্যাদি।

৪. এ ছাড়া, নীট লাভের অংশ হতে যত প্রকার তহবিল (Fund) প্রস্তুত করা হয় সেইগুলোও লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে বসবে; যেমন - লভ্যাংশ সমতাবিধান তহবিল, কর্মচারী পেন্‌সন তহবিল, বোনাস তহবিল ইত্যাদি।

৫. শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে চূড়ান্ত লভ্যাংশ বা অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ বণ্টিত হলে উহাও লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে বসবে।

একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব

ডেটর			ক্রেডিটর		
১.	গত বৎসরের নীট লোকসান	***	১.	গত বৎসরের নীট মুনাফা	***
২.	চলতি বৎসরের নীট লোকসান	***	২.	চলতি বৎসরের নীট মুনাফা	***
৩.	অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ	***	৩.	সাধারণ সঞ্চিতি হইতে উত্তোলিত টাকা	***
৪.	চূড়ান্ত লভ্যাংশ	***	৪.	বিশেষ সঞ্চিতি হইতে উত্তোলিত টাকা	***
৫.	সাধারণ সঞ্চিতি	***	৫.	লভ্যাংশ সমতাবিধান তহবিল হইতে উত্তোলিত টাকা	***
৬.	বিশেষ সঞ্চিতি	***	৬.	বিনিয়োগ বিক্রয়পূর্বক প্রাপ্ত মুনাফ	***
৭.	চলতি বৎসরের প্রদত্ত আয়কর	***	৭.	ফেরতপ্রাপ্ত আয়কর	***
৮.	চলতি বৎসরের আয়কর সঞ্চিতি	***			
৯.	অংশ বিশেষ অবলোপনের জন্য ঃ-				
	ক. সুনাম				
	খ. প্রাথমিক খরচ	***			
	গ. শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সংক্রান্ত বাট্টা, দালালী ও কমিশন	***			
		***			***

লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের প্রধান প্রধান বিষয় :

১. **চূড়ান্ত লভ্যাংশ (Final Dividend) :** লাভ-লোকসান হিসাবে বর্ণীত যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাকে লভ্যাংশ বলে। কোম্পানির পরিচালকগণ সাধারণত লভ্যাংশের পরিমাণ নিরূপণ করে এবং তা প্রদানের অনুমোদন করেন। অনুমোদিত লভ্যাংশের হার কোম্পানী সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ দ্বারা পাস করানো হয়। এর লভ্যাংশ ঘোষিত হয়। লভ্যাং ঘোষিত হবার পর তা কোম্পানির দায় হয়ে পড়ে। কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে পরিচালকবর্গের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

লভ্যাংশ ঘোষিত হলে লভ্যাংশ হিসাব লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হয়। লভ্যাংশ প্রদান করা না হলে অপ্রদত্ত লভ্যাংশ হিসাবে উদ্বৃত্তপত্রের দেনার পার্শ্বে দেখাতে হয়।

২. **অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ (Interim Dividend) :** বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় তাকে অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ বলে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমতি ব্যতিরেকে এই ধরনের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। আর্থিক বৎসরে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় এই লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এই লভ্যাংশ প্রদান করবার সময় পরিচালকগণকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যে সময় এই লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, ইহার পূর্ব পর্যন্ত যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হলে এবং পরবর্তী সময়ে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এই ধরনের লভ্যাংশ প্রদান করা যেতে পারে। অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। এই লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদান করা হয় বলে উক্ত বৎসরে দায় হিসাবে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে এটিকে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় না।

৩. **সুনামের মূল্য অবলোপন (Goodwill written off) :** সুনাম হল ব্যবসায়ের একটি কাল্পনিক সম্পদ। এটি দেখা যায় না কিন্তু ইহার একটি মূল্য আছে। সুনাম ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে দেখান হলেও এর মূল্যকে ক্রমশ অবলোপন করা দরকার। ইহার অবলোপন কোম্পানির মুনাফার উপর নির্ভরশীল। এই জন্য সুনামের অবলোপন করতে হলে লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৪. **প্রাথমিক ব্যয় অবলোপন (Preliminary Expenses written off) :** কোম্পানি গঠন করবার সময় যে সমস্ত খরচ সম্পাদিত হয় তা কোম্পানির প্রাথমিক খরচ। এটি কোম্পানির মূলধন জাতীয় খরচ। এটিকে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পদ পার্শ্বে দেখান হয়। এটি একটি অলীক সম্পদ; কাজেই অবলোপন করা কোম্পানির উচিত। ইহা অবলোপন করার সময় লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৫. **আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি (Income tax and provision for Income tax) :** আয়ের উৎস যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলা হয়। আয়কর আইন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বৎসরের আয়ের উপর বর্তমান বৎসরের আয়কর দিতে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, আয়কর প্রদানের সুবিধার্থে আগামী বৎসর আয়কর হিসাবে যে সম্ভাব্য অর্থ প্রদান করতে হবে তার জন্য আয়কর সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়। আয়কর প্রদান ও আয়কর সঞ্চিতি সৃষ্টি উভয়ই মুনাফার সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করার পর আয়কর প্রদানের প্রশ্ন উঠে। এমতাবস্থায় আয়কর প্রদান ও আয়কর সঞ্চিতি কোনক্রমেই লাভ-লোকসান হিসাবে দেখান যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহাদিগকে লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখান উচিত। আয়কর সঞ্চিতিকে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে।
আবার পূর্ববর্তী বৎসরের সঞ্চিতি হতে চলতি বৎসরের আয়কর প্রদান করা হলে উহাকে লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট করা হয় না। বরং এই আয়কর, আয়কর সঞ্চিতি হিসাবে ডেবিট করা হয়। প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ আয়কর সঞ্চিতি অপেক্ষা বেশি হইলে এই অতিরিক্ত অর্থ লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয়।

৬. **ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপক প্রতিনিধির কমিশন (Manager and Managing Agent`s Commission) :** ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপক প্রতিনিধির কমিশন সাধারণত নীট মুনাফার উপর ধার্য করা হয়। এই কমিশন বাদ দেওয়ার পর যে মুনাফা অবশিষ্ট রহিল উহাই কোম্পানির প্রকৃত মুনাফা। এমতাবস্থায় ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপক প্রতিনিধির কমিশনকে লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হয়। কমিশন প্রদত্ত না হলে উহাকে উদ্বৃত্তপত্রে দায় পার্শ্বে দেখাতে হয়।

৭. **শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু সংক্রান্ত বাট্টা, দালালী ও অবলেখন দস্তুরী অবলোপন (Share and Debenture discount, brokerage and underwriting commission written off) :** এই সমস্ত খরচ মূলধনজাতীয় খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। এগুলোকে কোম্পানির অলীক সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়। হিসাবশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী এই সম্পত্তিগুলো ক্রমশঃ বণ্টন হিসাবে ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হয় এবং অবলোপনের পর অবশিষ্ট অংশ উদ্বৃত্তপত্রের সম্পদ পার্শ্বে দেখাতে হয়।

৮. **সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve) :** কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য মুনাফার আবণ্টিত অংশ হতে সাধারণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়। এ তহবিল সৃষ্টি মুনাফার উপর নির্ভরশীল। কাজেই সাধারণ সঞ্চিতিকে লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বেও দেখাতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে যে, সাধারণ সঞ্চিতি যদি রেওয়ামিলের ক্রেডিট পার্শ্বে থাকে তবে তা সরাসরি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হয়।

অন্যান্য তহবিল, যেমন- লভ্যাংশ সমতাবিধান তহবিল, ঋণপত্র প্রত্যর্পণ তহবিল, কর্মচারীদের পেনসন বা কল্যাণ তহবিল প্রভৃতি সাধারণত সঞ্চিতির মত লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হয়। সমস্ত প্রকার তহবিল বা সঞ্চিতিকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে।

কোম্পানীর উদ্বৃত্তপত্রের ছক বা ফরম ঃ

১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ১৮৫ ধারায় উল্লিখিত ছকের কোম্পানীর সম্পত্তি, পরিসম্পদ, মূলধন এবং দায়দেনা উপস্থাপন করিতে হইবে। উক্ত ধারায় আরো বলা হইয়াছে যে, উদ্বৃত্তপত্র কোম্পানী আইনের তফসিল ১১ এর প্রথম খন্ডে সন্নিবেশিত ছকে অথবা উহার সদৃম কোন ছকে কিংবা সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে অনুমোদিত কোন ছকে প্রণীত হইবে। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যাহাতে সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় সে জন্য উক্ত ছকে কোম্পানীর মূলধন, দায়দেনা ও সম্পত্তি-পরিসম্পদসমূহকে ধারাবাহিক ও সুশৃংখলভাবে সাজাইয়া লিখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উদ্বৃত্তপত্রে কোম্পানীর দায় ও সম্পদগুলি প্রকৃতির ভিত্তিতে লিখা হয় এবং দায়,সম্পদ ও সম্পত্তির মূল্যায়ন পদ্ধতিও ফরমের নির্দেশ মোতাবেক উদ্বৃত্তপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য উদ্বৃত্তপত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের পাশাপাশি পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পদ ও দায়সমূহকেও ছকের নির্দেশ অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

কোম্পানীর উদ্বৃত্তপত্রের "ছক" বা "ফরমের" নমুনা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

..... কোং লিঃ

..... সালের ..... তারিখে প্রস্তুতকৃত

মুলধন ও দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তি ও পরিসম্পদ		টাকা
শেয়ার মূলধন ঃ			**স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ ঃ**		
অনুমোদিত মূলধন ঃ			(ক) সুনাম		***
- শেয়ার প্রতিটি .....করিয়া		***	(খ) ভূমি		***
ইস্যুকৃত মূলধনঃ			(গ) দালানঘর		***
- শেয়ার প্রতিটি ..... করিয়া		***	(ঘ) ইজারা সম্পত্তি		***
তলবকৃত মূলধন ঃ			(ঙ) রেলপথ পার্শ্ববর্তী স্থান		***
- শেয়ার প্রতিটি ..... করিয়া	***		(চ) কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি		***
নগদ অর্থ ব্যতিরেকেই পূর্ণ			(ছ) আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি		***
পরিশোধিত শেয়ার	***		(জ) সম্পত্তির উন্নয়ন		***
	***		(ঝ) প্যাটেন্টস, ট্রেডমার্ক এবং ডিজাইন্স		***
বিয়োগ ঃ বকেয়া তলব	***		(ঞ) যানবাহন		***
	***		(উপরোক্ত যে সমস্ত সম্পত্তির অবচয় ও অবলোপন		
যোগ ঃ শেয়ার বাজেয়াপ্ত হিসাব	***	***	থাকিবে উহা বাদ দিয়া দেখাইতে হইবে)		
সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্ত ঃ			**বিনিয়োগ ঃ**		
(১) মূলধন সঞ্চিতি (Capital Reserve)		***	(ক) সরকারী বা ট্রাষ্ট সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ	***	
(২) মূলধন পরিশোধ্য সঞ্চিতি (Capital		***	(খ) শেয়ার, ডিবেঞ্চার অথবা বন্ডে বিনিয়োগ	***	
Redeemption Reserve)			(গ) স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	***	
(৩) শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব		***	(ঘ) অংশীদারী ফার্মে বিনিয়োগ	***	***
(৪) অপ্রতিশ্রুত অন্যান্য সঞ্চিতি	***		**চলতি পরিসম্পদ, ঋণ এবং অগ্রিম চলতি সম্পদ ঃ**		
বাদ লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত	***	***	(১) বিনিয়োগের উপর উপচিত সুদ		***
(৫) লাভ-ক্ষতি হিসাবের উদ্বৃত্ত		***	(২) খুচরা যন্ত্রপাতি		***
(৬) সঞ্চিতির সহিত প্রস্তাবিত সংযোজন		***	(৩) মজুদ মালামাল ঃ		
(৭) প্রতিপূরক তহবিল		***	অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ	***	
			কাঁচামাল	***	
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নিরাপদ) ঃ			ব্যবসায়ের মজুদ	***	
(১) ঋণ পত্র		***	চলতি কার্য	***	
(২) ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ		***	(৪) বিবিধ দেনাদার ঃ		
(৩) অধীনস্থ কোম্পানী হইতে ঋণ		***	(ক) ছয় মাসের অধিক কালব্যাপী বকেয়া ঋণ	***	
(৪) অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণসমূহ ঃ			(খ) ভবিষ্যত ব্যবস্থাদি বাদে		***
(নিরাপত্তাহীন) ঃ			অন্যান্য পাওনা ঋণ		
(ক) নির্ধারিত মেয়াদী আমানত		***	(৫) নগদ অর্থ ঃ	***	
(খ) অধীনস্থ কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত ঋণ এবং অগ্রিম		***	(ক) হাতে	***	
(গ) অন্যান্য ঋণ এবং অগ্রিম ঃ			(খ) ব্যাংকে	***	***
(i) ব্যাংক হইতে ঋণ ও অগ্রিম		***	(৬) প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম ঃ		
(i) অন্যান্য উৎস হইতে ঋণ ও অগ্রিম		***	(ক) অধীনস্থ কোম্পানীকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		***
		***	(খ) অংশীদারী ফার্মকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		***
চলতি দায়-দেনা এবং তৎসম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা ঃ					
(ক) চলতি দায়-দেনা ঃ			(৭) প্রাপ্য বিল		***
(১) স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিমসমূহ			(৮) প্রতিনিধিদের নিকটস্থিত জমা ব্যালেন্স		***
(ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হইতে)			(৯) অগ্রিম রেট, কর ও বীমা		***
(২) দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনার চলতি হিসাব		***	(১০) শুল্ক ও বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা		***
(৩) বিবিধ পাওনাদার ঃ					
(ক) মালামালের জন্য		***	**বিবিধ খরচাদি**		
(খ) সেবার জন্য			(যতটুকু অবলিখিত বা সমন্বয়কৃত নয়)		
(৪) অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ		***	(১) প্রারম্ভিক ব্যয়		***
(৫) অগ্রিম প্রাপ্তি		***	(২) শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে দালালী ও কমিশন		***
(৬) আদাবীকৃত লভ্যাংশ		***	(৩) শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বাট্টা বা অবহার		***
(৭) ঋণের সুদ ঃ			(৪) নির্মাণ কাজ চলাকালে মূলধন হইতে প্রদত্ত সুদ		***
বকেয়া -	***		(৫) অসমন্বয়কৃত উন্নয়ন ব্যয়		***

উপচিত হইয়াছে কিন্তু পাওনা হয়নি ***		(৬) লাভ-ক্ষতি হিসাব (অপ্রতিশ্রুত সঞ্চিতি সমন্বয়ের	***
(৮) অন্যান্য দায়-দেনা (যদি থাকে) _____	***	পরও লাভ ক্ষতি হিসাবের যে ডেবিট উদ্বৃত্তি থাকবে।	
	***		
(খ) গৃহীত বা গৃহীতব্য ব্যবস্থা			
(৯) করের জন্য রক্ষিত ব্যবস্থা			
(১০) প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	***		
(১১) সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য ব্যবস্থা	***		
(১২) ভবিষ্যত তহবিল	***		
(১৩) বীমা, পেনশন এবং অনুরূপ স্টাফ সুবিধাদির স্কীম	***		
(১৪) অন্যান্য ব্যবস্থাদি	***		
	***		
	***		***

* সম্ভাব্য দেনার পরিমাণ উদ্বৃত্তপত্রের Foot note -এ দেখান হইয়া থাকে।

টীকা ঃ

(ক) ২ হতে ৩ নং আইটেমগুলি রেওয়ামিলের ডেবিট পার্শ্বে থাকবে। ইহাদিগকে সরাসরি লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শে দেখাতে হবে।

(খ) ৫ হতে ১০ নং আইটেমগুলি রেওয়ামিলের ক্রেডিটপার্শ্বে অথবা সম্বন্ধয়ে থাকিতে পারে। এইগুলি রেওয়ামিলের ক্রেডিট পার্শ্বে থাকলে যে গুলোকে সরাসরি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে। অপরদিকে এইগুলো সমন্বয়ে থাকলে লাভ-লোকসান আবণ্টিন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে। সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তরিত অংশ লাভ-লোকসান আবণ্টিন হিসাবে দেখানো হয়। অর্থাৎ New Reserve Fund - and Reserve Fund = Transfer to Reserve Fund হবে। সঞ্চিতি তহবিলগুলো মুনাফা হতে রাখা হয়। কাজেই মুনাফার অপর্যাপ্তের কারণে এই তহবিলগুলো রাখা সম্ভব হবে না। এইক্ষেত্রে একটা পাদটীকা দিতে হবে।

(গ) Unclaimed Dividend অর্থাৎ আদায়কৃত লভ্যাংশ রেওয়ামিলের ক্রেডিট পার্শ্বে থাকে। ইহাকে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে।

(ঘ) লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় আদায়ী মূলধনের উপর। আদায়কৃত মূলধন হবে = তলবকৃত মূলধন - বকেয়া তলব। এর উপর শতকরা হার প্রয়োগ করে লভ্যাংশ বের করা হয়।

(ঙ) অনেক হিসাববিদ অস্পর্ণনীয় সম্পত্তি যেমন - সুনাম, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি এবং কাল্পনিক সম্পত্তি। যেমন, প্রাথমিক খরচ, শেয়ার, রাস্তা ইত্যাদির অবলোপনজনিত ক্ষতি লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। এ অধ্যায়ে মুনাফার বিপরীতে খরচ হিসাবে এগুলোকে লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উদাহরণ-১। মৈত্রী কোম্পানি লিঃ-এর রেওয়ামিল নিম্নে দেয়া হল:

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ তহবিল	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১,২০,০০০	
প্রাপ্য নোট	৪০,০০০	
প্রাথমিক খরচ	২০,০০০	
মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০১৬)	৭০,০০০	
বিমা সেলামি	১২,০০০	
যন্ত্রপাতি	২,৭২,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৬০,০০০
প্রদেয় নোট		২৫,০০০
১০% ঋণপত্র (১-৭-২০১৬)		১,০০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		২০,০০০

শেয়ার মূলধন		৩,০০,০০০
সংরক্ষিত আয় (১-১-২০১৬)		৩০,০০০
বিক্রয়		৩,৫০,০০০
বকেয়া বেতন		৪,০০০
বেতন	৪০,০০০	
ভাড়া	২৪,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	৬,০০০	
প্রদত্ত লভ্যাংশ	১৫,০০০	
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	২,০০,০০০	
	৮,৮৯,০০০	৮,৮৯,০০০

অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

(১) ঋণপত্রের সুদ অপ্রদত্ত রয়েছে।

(২) প্রাথমিক খরচের ২৫% অবলোপন করতে হবে।

(৩) প্রাপ্য হিসাবের ৫% আদায়যোগ্য নয়, অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) শেয়ার মূলধনের ৫% লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে।

(৫) নিট লাভের ১০% সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করুন।

করণীয় :

(ক) মৈত্রী লিমিটেড এর ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে চলতি দায়ের পরিমাণ নিরূপণ করুন।

(খ) ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের মৈত্রী লিমিটেড এর বইতে বহু ধাপবিশিষ্ট আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

(গ) মৈত্রী লিমিটেড এর বইতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংরক্ষিত আয় বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধান :

১.(ক) চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় :

হিসাবের নাম	টাকা
প্রদেয় হিসাব	৬০,০০০
প্রদেয় নোট	২৫,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২০,০০০
বকেয়া বেতন	৪,০০০
ঋণপত্রের অপ্রদত্ত সুদ (১০,০০০×১০%) = ১০,০০০/২	৫,০০০
ঘোষিত লভ্যাংশ (৩,০০,০০০×৫%)	১৫,০০০
মোট চলতি দায়	১,২৯,০০০ টাকা

১.(খ) বহু ধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী প্রস্তুত :

মৈত্রী কোম্পানী লিঃ

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়			৩,৫০,০০০
বাদঃ বিক্রিত পণ্যের ব্যয়			২,০০,০০০
মোট লাভ			১,৫০,০০০
বাদঃ পরিচালন ব্যয় ঃ			
বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় ঃ			
অনাদী পাওনা	৬,০০০		

যোগ ঃ নতুন অনাদায়ী পাওনা	৬,০০০		
	১২,০০০		
যোগঃ নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৫,৭০০	১৭,৭০০	
অফিস ও প্রশাসকি ব্যয় ঃ			
বিমা সেলামি	১২,০০০		
বেতন	৪০,০০০		
ভাড়া	২৪,০০০		
প্রাথমিক খরচের অবলোপন	৫,০০০	৮১,০০০	৯৮,৭০০
পরিচালনা মুনাফা			৫১,৩০০
বাদঃ অপরিচালন ব্যয় ঃ			
ঋণপত্রের প্রদেয় সুদ			৫,০০০
নীট মুনাফা			৪৬,৩০০

১.(গ) সংরক্ষিত আয় বিবরণী তৈরি ঃ

মৈত্রী কোম্পানী লিঃ
সংরক্ষিত আয় বিবরণী
২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত		৩০,০০০
যোগ ঃ চলতি বছরের নিট মুনাফা		৪৬,৩০০
		৭৬,৩০০
বাদঃ		
ঘোষিত লভ্যাংশ	১৫,০০০	
প্রদত্ত লভ্যাংশ	১৫,০০০	
সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর (৪৬,৩০০×১০%)	৪,৬৩০	৩৪,৬৩০
সমাপনি উদ্বৃত্ত		৪১,৬৭০

উদাহরণ-২। হৃদি লিমিটেড এর রেওয়ামিল নিম্নে দেয়া হল:

হৃদি এন্ড কোং লিঃ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ব্যাংক জমা	৬০,৮০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪৪,৫০০	
ইজারা সম্পতি (১০ বছর)	২০,০০০	
দালানকোঠা	৪৫,০০০	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৬০,০০০	
প্রাথমিক খরচ	২,৬০০	
প্রদেয় হিসাব		১২,০০০
৫% ঋণ (১-৭-২০১৬)		৫০,০০০
শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা মূল্যের)		১,৫০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০
সংরক্ষিত আয় (১-১-২০১৬)		১০,৮০০
বিক্রয়		১,২৫,০০০
শেয়ার হস্তান্তর ফি		২০০
ক্রয়	৬০,০০০	

মজুরি	১৫,০০০	
ভাড়া	৯,৩০০	
প্রারম্ভিক মজুদ মাল	১৭,০০০	
বিমা সেলামী	৭,৮০০	
আয়কর	৬,০০০	
লভ্যাংশ প্রদান	১০,০০০	
	৩,৫৮,০০০	৩,৫৮,০০০

সমন্বয়সমূহ :

(১) সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ৪০,০০০ টাকা, যার বাজারমূল্য ৩২,০০০ টাকা।

(২) ৫,০০০ টাকার ক্রয় 'ক্রয় বইতে' লেখা হয়নি।

(৩) বকেয়া মজুরি ও বেতনের পরিমাণ ১,৫০০ টাকা।

(৪) দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

(৫) আয়কর সঞ্চিতি হিসাবে ৫,০০০ টাকার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৬) শেয়ার প্রতি ২ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে।

করণীয় :

(ক) হৃদি লিমিটেড এর ২০১৬ সালের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করুন।

(খ) চলতি বছর কোম্পানির কর পরবর্তী নীট লাভের পরিমাণ ২২,৮৫০ টাকা হলে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

(গ) হৃদি লিমিটেড এর ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে শ্রেণিবদ্ধ উদ্ধর্তপত্র তৈরি করুন।

সমাধান:

২.(ক) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় :

হিসাবের নাম		টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ		১৭,০০০
যোগঃ ক্রয়	৬০,০০০	
যোগঃ অলিখিত ক্রয়	৫,০০০	৬৫,০০০
		৮২,০০০
যোগঃ মজুরি	১৫,০০০	
যোগঃ বকেয়া	১,৫০০	১৬,৫০০
		৯৮,৫০০
বাদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য		৩২,০০০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		৬৬,৫০০

২.(খ) সংরক্ষিত আয় বিবরণী তৈরি ঃ

হৃদী এন্ড কোং লিঃ

সংরক্ষিত আয় বিবরণী

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পরিসম্পদ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত		১০,৮০০
যোগঃ চলতি বছরের নিট মুনাফা		২২,৮৫০
		৩৩,৬৫০
বাদঃ		
আয়কর প্রদান	৬,০০০	
যোষিত লভ্যাংশ [(১৫,০০০÷১০০)=১,৫০০] ×২	৩,০০০	
লভ্যাংশ প্রদান	১০,০০০	১৯,০০০
সমাপনি উদ্বৃত্ত		১৪,৬৫০

২.(গ) শ্রেণিবদ্ধ উদ্বৃত্তপত্র ঃ

হৃদি এন্ড কোং লিঃ
উদ্বৃত্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর ২০১৬

পরিসম্পদ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদঃ			
দালানকোঠা	৪৫,০০০		
বাদঃ পুঞ্জিভুত অবচয়	৪,৫০০	৪০,৫০০	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৬০,০০০		
বাদঃ পুঞ্জিভুত অবচয়	৬,০০০	৫৪,৫০০	
ইজারা সম্পত্তি	২০,০০০		
বাদঃ অবলোপন (১/১০ অংশ)	২,০০০	১৮,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			১,১২,৫০০
চলতি সম্পদ ঃ			
প্রাপ্য হিসাব		৪৪,৫০০	
ব্যাংক জমা		৬০,৮০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৩২,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			১,৩৭,৩০০
অসমন্বিত ব্যয় ঃ প্রাথমিক খরচ			২,৬০০
মোট সম্পদ			২,৫২,৪০০
দায় ও শেয়ারমালিকানাস্বত্ত্ব			
শেয়ারমালিকানাস্বত্ত্ব ঃ			
শেয়ার মূলধন			১,৫০,০০০
সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত ঃ			
সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০	
রক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত		১৪,৬৫০	২৪,৬৫০
দীর্ঘমেয়াদী দায় ঃ			
৫% ঋণপত্র			৫০,০০০
চলতি দায় ও ভবিষ্যত ব্যবস্থা ঃ			
চলতি দায় ঃ			
প্রদেয় হিসাব ১২,০০০			
যোগঃ অলিখিত ক্রয় ৫,০০০	১৭,০০০		
ঋণের বকেয়া সুদ	১,২৫০		
বকেয়া মজুরি	১,৫০০	১৯,৭৫০	
ভবিষ্যত ব্যবস্থা ঃ			
আয়কর সঞ্চিতি	৫,০০০		
ঘোষিত লভ্যাংশ	৩,০০০	৮,০০০	২৭,৭৫০
মোট দায় ও শেয়ারমালিকানাস্বত্ত্ব			২,৫২,৪০০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

১. আর্থিক বিবরণী তৈরির উদ্দেশ্য কী?
ক. আর্থিক ফলাফল নির্ণয় খ. দায়-দেনা নির্ণয়
গ. মূলধন নির্ণয় ঘ. সম্পত্তি নির্ণয়

২. কোনটির মাধ্যমে মোট লাভ জানা যায়?
ক. বিশদ আয় বিবরণী খ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী
গ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী ঘ. নগদ প্রবাহ বিবরণী

৩. নিচের কোনটির মাধ্যমে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানা যায়?
ক. বিশদ আয় বিবরণী খ. নগদ প্রবাহ বিবরণী
গ. রক্ষিত আয় বিবরণী ঘ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৪. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয়- সমাপনী মজুদ খ. সমাপনী মজুদ+ মজুদ+ক্রয়-প্রারম্ভিক মজুদ
গ.বিক্রয় + ক্রয় – সমাপনী মজুদ ঘ. সমাপনী মজুদ + বিক্রয় – প্রারম্ভিক মজুদ

৫. ভ্যাট চলতি হিসাব কোথায় দেখাতে হয়?
ক. বিশদ আয় বিবরণীতে খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণীতে
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ঘ. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে

৬. নিচের কোনটির মাধ্যমে সমন্বিত ক্রয় পাওয়া যায়?
ক. প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ খ. প্রারম্ভিক মজুদ + বিক্রয় – সমাপনী মজুদ
গ. সমাপনী মজুদ + বিক্রয় – প্রারম্ভিক মজুদ ঘ. সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়– প্রারম্ভিক মজুদ

৭. পূর্ববর্তী নিট মুনাফার উপর ১০% হারে ম্যানেজার কমিশন পাবে– কমিশন পূর্ববর্তী নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা হলে কমিশন কত হবে?
ক. ৯০৯১ খ. ১০,০০০
গ. ১১,১১১ ঘ. ১০,৫০০

৮. মোট অনাদায়ী পাওনা ১০,০০০ টাকায় উন্নীত করতে হবে। রেওয়ামিলে অনাদায়ী পাওনা আছে ৮,০০০ টাকা। দেনাদার হতে বাদ যাবে কত টাকা?
ক. ২,০০০ খ. ৮,০০০
গ. ৯,০০০ ঘ. ১০,০০০

৯. আসবাব পত্রের ক্রয় মূল্য ১৫০,০০০ টাকা, পুঞ্জীভূত অবচয় ৫০,০০০ টাকা, আসবাব পত্রের পুস্তক মূল্যের উপর ১০% অচয় ধার্য করলে, অবচয় কত হবে?
ক. ১০,০০০ টাকা খ. ১৫,০০০ টাকা
গ. ২০,০০০ টাকা ঘ. ৫,০০০ টাকা

১০. আগুনে বিনষ্ট পণ্যের মূল্য বাদ দেয়ার পর সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হলে, উক্ত বিনষ্ট পণ্য প্রভাবিত করবে–
i. মোট লাভকে ii. নিট লাভকে iii. আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১. একটি ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল–
i. মূনাফা অর্জন করা ii. সেবা প্রদান করা iii. জনকল্যাণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

১২. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়–
i. মাসের শেষে
ii. বছর শেষে
iii. হিসাবকালের শেষ তারিখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

১৩. মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা। বিশদ আয় বিবরণীতে কিভাবে দেখাতে হবে?
i. ক্রয় হতে বাদ
ii. বিক্রয় হতে বাদ
iii. সমাপনি মজুদ হবে বাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১৪. বিজ্ঞাপন ৪০০০০ টাকা। বিজ্ঞাপনের $\frac{৩}{৪}$ অংশ বিলম্বিত করতে হবে। হিসাব বছর শেষে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে–
i. বিশদ আয় বিবরণীতে বিজ্ঞাপন হতে বাদ ৩০,০০০ টাকা
ii. বিশদ আয় বিবরণীতে অপরিচালন আয়ে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ৩০,০০০ টাকা
iii. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদে অসম্বিত খরচ শিরোনামে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ৩০,০০০ টাকা।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
X লি. এর ২০১৮ সালের শেষে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৩,১০,০০০ টাকা, অলিখিত অনাদায়ী পাওনা ছিল ১০,০০০ টাকা, ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল ৯,০০০ টাকা, ২০১৭ সালের শেষে প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫০% হারে অনাদায়ী পাওনা রাখতে হবে।

১৫. নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পরিমাণ কত?
ক. ১৫,০০০ টাকা খ. ১৬,০০ টাকা
গ. ৯,০০০ টাকা ঘ. ১৪,০০০ টাকা

১৬. অনাদায়ী পাওনা বাবদ আয় বিবরণীতে কত টাকা চার্জ করতে হবে?
ক. ১০,০০০ টাকা খ. ১৪,০০০ টাকা
গ. ১৬,০০০ টাকা ঘ. ২৫,০০০ টাকা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
Y লি. ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের তথ্যাবলি দেওয়া হলো: বেতন ১৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ও বহন খরচ ১৫,০০০ টাকা, মোট আয় ২,০০,০০০ টাকা, আয় ৫,০০০ টাকা, দালাল কোঠা ৭৫০,০০০ টাকা, ভাড়া ১০,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ৫০,০০০ টাকা, ব্যাংক বিল ৫,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ৫০,০০০ টাকা, শেয়ার মূলধন ৫০০০০০ টাকা।

১৭. কোম্পানির নিট মুনাফার পরিমাণ কত?
ক. ১,০৫,০০০ টাকা খ. ১,১০,০০০ টাকা
গ. ১২০,০০০ টাকা ঘ. ১৫৫০০০ টাকা

১৮. কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ কত?
ক. ১,৭০,০০০ টাকা খ. ৬০,০০০ টাকা
গ. ১১০,০০০ টাকা ঘ. ১৬০,০০০ টাকা।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সোনার বাংলা কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে দেয়া হলোঃ

সোনার বাংলা কোম্পানি লিঃ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
অফিস সরঞ্জাম	৪০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১২,৫০০	
পুঞ্জিভূত অবচয়		৪,০০০
প্রদেয় মজুরি		৬,০০০
অগ্রিম পরিবহন খরচ	৮,৫০০	
সেবা আয়		৩৫,০০০
অগ্রিম সেবা আয়		৩,০০০
শেয়ার মূলধন		২৫,০০০
	৭৩,০০০	৭৩,০০০

অন্যান্য তথ্য ঃ

i. অব্যবহৃত অফিস সাপ্লাইজের পরিমাণ ৪,৫০০ টাকা।
ii. অফিস সরঞ্জামের উপর ৫% অবচয় ধার্য করো।
iii. অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ৫০০ টাকা।
iv. অগ্রিম সেবা আয়ে ৪০% এর সেবা পাওয়া গেছে।
v. অগ্রিম পরিবহন খরচের ৪,০০০ টাকার সেবা পাওয়া গেছে।

করণীয়ঃ

ক. মোট সেবা আয়ের পরিমাণ কত?
খ. যথোপযুক্ত ছকে সোনার বাংলা কোম্পানি লি.- এর নিট মুনাফা নির্ণয় করো।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

২। সাদ কোম্পানি লি.-এর অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত মূলধন প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। উক্ত কোম্পানির রেওয়ামিল নিচে দেওয়া হলোঃ

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মূলধনঃ ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন (৬৪,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের		৬৪,০০,০০০
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	২৫,২৫,০০০	৫০,৩৫,০০০
যন্ত্রপাতি	৮,০০,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১৫,০০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৬,০০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল		৭,০০,০০০
নগদ তহবিল	৫৩,০০,০০০	
বিজ্ঞাপন	৬,০০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১২,৫৫,০০০	
ব্যবসায় গঠন খরচ	২,৫৫,০০০	
খুচরা যন্ত্রাংশ	৫,০০,০০০	
সংরক্ষিত আয় বিবরণী (০১.০১.২০১৩)		৪,০০,০০০
অবলেখকের কমিশন	৪,০০,০০০	
	১,৩১,৩৫,০০০	১,৩১,৩৫,০০০

অন্যান্য তথ্যঃ

১. ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৬,০০,০০০ টাকা এবং বাজারমূল্য ১৭,৫০,০০০ টাকা।
২. বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫০,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি এবং মোট বিজ্ঞাপন খরচ পাঁচটি হিসাব বছরে সমন্বয় হবে।

৩. বিবিধ দেনাদারের ৫০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ১০% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করো।
৪. নিট লাভের ৫০,০০০ টাকা সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর কর এবং ৪০,০০০ টাকা দিয়ে ত্রাণ তহবিল তৈরি করো।
৫. যন্ত্রপাতির ওপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করো।

করণীয় :

ক. বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. নিট লাভ ২১,৬৫,০০০ টাকা হলে সংরক্ষিত আয় বিবরণী তৈরি করো।
গ. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৩. মোদাচ্ছের কোম্পানি লিমিটেড প্রতি শেয়ার ২৫.০০ টাকা মূল্যের ৮,০০০ খানি শেয়ারে বিভক্ত ২,০০,০০০.০০ টাকায় অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হইয়াছিল। ২০১৬ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত উক্ত কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রেওয়ামিল
৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল

	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
শেয়ার মূলধন (ইস্যুকৃত, বিলিকৃত ও তলবকৃত) ঃ		
(প্রতি শেয়ার ২৫.০০ টাকা করিয়া ৬,০০০ শেয়ার)।		১,৫০,০০০.০০
ক্রয় ও বিক্রয়	৯০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০
আন্তঃফেরত ও বহিঃফেরত	২,০০০.০০	৫,০০০.০০
আসবাবপত্র	২০,০০০.০০	
ইজারা ভূমি (১০ বৎসরের জন্য)	৫০,০০০.০০	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৫০,০০০.০০	
বিবিধ দেনাদার ও পাওনাদার	৪০,০০০.০০	১৬,০০০.০০
বকেয়া তলব	২,০০০.০০	
কর ও খাজনা	২,৪০০.০০	
মজুরি	১৮,০০০.০০	
বেতন	২০,০০০.০০	
সুনাম	২০.০০০.০০	
বিজ্ঞাপন	২,০০০.০০	
মনিহারী	৩,৫০০.০০	
আন্তঃপরিবহন	২,৫০০.০০	
আমদানি শুল্ক	৮,০০০.০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (১লা জানুয়ারি, ২০১৬)	২০,০০০.০০	
সুদ প্রাপ্তি		৪,০০০.০০
লভ্যাংশ প্রদান	৬,০০০.০০	
লাভ-লোকসান হিসাব		২০,০০০.০০
সাধারণ সঞ্চিতি		৪৫,০০০.০০
অনাদায়ী দেনা	৮০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		১,২০০.০০
নগদ তহবিল	১৫,০০০.০০	
আয়কর	৩,০০০.০০	
প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল	৮,০০০.০০	১৪,০০০.০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১২,০০০.০০	
	৩,৯৫,২০০.০০	৩,৯৫,২০০.০০

সমন্বয়সমূহ ঃ

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৬০,৫০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ৫০০.০০ টাকা মূল্যের অব্যবহৃত মনিহারী দ্রব্যাদি অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে।

(২) মজুরি ২,০০০.০০ টাকা এবং বেতন ১,৬০০.০০ টাকা বকেয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে বিজ্ঞাপন খরচ ৫০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) বিবিধ দেনাদারের ২,০০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% লইয়া অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করিতে হইবে।

(৪) আসবাবপত্রের উপর ২০% এবং কলকব্জার উপর ১০% অবচয় ধার্য করিতে হইবে।

(৫) সুনামের ৫০% অবলোপন করিতে হইবে।

(৬) শেয়ার মূলধনের ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে।

(৭) নীট লাভে ২০% সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

আপনার করণীয় ঃ

ক. ব্যবহৃত মনিহারি পরিমাণ কত?

খ. মোট লাভের পরিমাণ নিরূপণ করুন।

গ. লাভ লোকসান হিসাব তৈরি করুন।

৪. স্টার কোম্পানি লিঃ এর অনুমোদিত মূলধন প্রতিখানি ১০০.০০ টাকা মূল্যের ৫০০০ খানি শেয়ারে বিভক্ত। ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

রেওয়ামিল

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল

	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
শেয়ার মূলধন (ইস্যুকৃত ও তলবকৃত) ঃ		৪,০০,০০০.০০
১০% ঋণপত্র (১-৭-১৬)		১,৫০,০০০.০০
দালানকোঠা	১,৪০,০০০.০০	
কলকব্জা	৫০,০০০.০০	
ইজারা সম্পত্তি (১০ বৎসর পর্যন্ত)	৬০,০০০.০০	
আসবাবপত্র	১৫,০০০.০০	
১২% বিনিয়োগ (১-০৪-১৬)	১,০০,০০০.০০	
সঞ্চিতি তহবিল		১,২০,০০০.০০
সুনাম	৮০,০০০.০০	
প্রাথমিক খরচাবলী	৪০,০০০.০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৪৫,০০০.০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	১,৫০,০০০.০০	৩,২০,০০০.০০
বিক্রয়ফেরত ও ক্রয়ফেরত	৫,০০০.০০	৪,০০০.০০
বাট্টা প্রদত্ত ও বাট্টা প্রাপ্তি	৮,০০০.০০	২,৫০০.০০
ক্রয় পরিবহন	৬,৫০০.০০	
মজুরি	৬৪,০০০.০০	
বেতন	৫০,০০০.০০	
ভাড়া	২২,০০০.০০	
আমদানি শুল্ক	৩৫,০০০.০০	
দফতর খরচাবলী	১৭,০০০.০০	

ঋণপত্রের সুদ	৫,০০০.০০	
বিজ্ঞাপন	৮০,০০০.০০	
অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ (১--৯-১৬)	৪০,০০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৩,৫০০.০০
বিবিধ পাওনাদার		৪৫,০০০.০০
বিবিধ দেনাদার	৬০,০০০.০০	
ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত	৩৭,০০০.০০	
লাভ-লোকসান হিসাব উদ্বৃত্ত		৬৫,০০০.০০
	১১,১০,০০০.০০	১১,১০,০০০.০০

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলি সাধন করা প্রয়োজন ঃ

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ১,৯৬,০০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হইয়াছে।

(২) একটি নুতন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০.০০ টাকা মজুরির অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে।

(৩) বেতন ৬,০০০.০০ টাকা এবং দফতর খরচাবলী ১,০০০.০০ টাকা বকেয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে ভাড়া ৪,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদভিন্ন পরিচালক পর্ষদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ঃ

ক. বিবিধ দেনাদারের ২,০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট দেনাদারে ৫% ধরিয়া অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করিতে হইবে।

খ. বিজ্ঞাপন খরচের তিন চতুর্থাংশ বিলম্বিত হইবে।

গ. সুনামের ২৫% এবং প্রাথমিক খরচাবলীর ৫০% অবলোপন করিতে হইবে।

ঘ. দালানকোঠার ৫%, কলকব্জার ১০% এবং আসবাবপত্রের ২০% অবচয় ধার্য করিতে হইবে।

আপনার করণীয় ঃ

ক. স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ কত?

খ. মোট লাভ ২২৪৫০০ টাকা ধরে আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

গ. শ্রেণি বিন্যস্ত উদ্বর্তপত্র তৈরি করুন।

৫. ডেল্টা কোম্পানি লিমিটেড - এর অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০.০০ টাকা। এই অনুমোদিত মূলধন প্রতিখানি ১০০.০০ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুত কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

রেওয়ামিল

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল

	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন ঃ		৬,০০,০০০.০০
প্রতি শেয়ার ১০০.০০ টাকা মূল্যের ৬,০০০ শেয়ার		
অনাদায়ী তলব	২০,০০০.০০	
সাধারণ সঞ্চিতি		৪০,০০০.০০
১৮% ঋণপত্র (১-১-১৬)		১,০০,০০০.০০
বিবিধ পাওনাদার		৫০,০০০.০০
কলকব্জা	৩,৫০,০০০.০০	
আসবাবপত্র	৪০,০০০.০০	
ইজারাকৃত সম্পত্তি (১০ বৎসর পর্যন্ত)	২,৫০,০০০.০০	
১৬% বিনিয়োগ (১-১-১৬)	১,০০,০০০.০০	
বিবিধ দেনাদার	৭৫,০০০.০০	
মজুদ পণ্য (১-১-১৬)	৫৫,০০০.০০	
পণ্য ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়	২,৫০,০০০.০০	৫,৫৪,৫০০,০০
ক্রয় বাট্টা		১,১২,০০০.০০
মজুরি	৪২,৫০০.০০	
বেতন	৫৬,০০০.০০	
ক্রয় পরিবহন	১২,৫০০.০০	
বিক্রয় পরিবহন	৮,৫০০.০০	
ভাড়া	৫০,০০০.০০	
বিজ্ঞাপন	৪০,০০০.০০	
মনিহারী	১৫,৫০০.০০	
অনাদায়ী দেনা	৪,৫০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৬,৫০০.০০
বিনিয়োগের সুদ		১২,০০০.০০
ঋণপত্রের সুদ	১৫,০০০.০০	
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৬৪,৫০০.০০	
লাভ লোকসান হিসাব উদ্বৃত্ত		৭৫,০০০.০০
	১৪,৫০,০০০.০০	১৪,৫০,০০০.০০

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলি সাধন করা প্রয়োজন ঃ

(১) ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য ৯৫,৫০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ৩,৫০০.০০ টাকা অব্যবহৃত মনিহারী দ্রব্যাদি অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে।

(২) মজুরি ৫,৫০০.০০ টাকা এবং বেতন ৪,০০০.০০ টাকা বকেয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে ভাড়া ২,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) বিবিধ দেনাদারের উপর ১০% ধরিয়া অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করিতে হইবে।

(৪) বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধাংশ পরবর্তী বৎসরের জন্য বিলম্বিত করিতে হইবে।

(৫) নীট লাভের ৫০,০০০.০০ টাকা সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

(৬) শেয়ার মূলধনের ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে।

(৭) কলকব্জার ৫% এবং আসবাবপত্রের ২০% অবচয় ধার্য করিতে হইবে।

আপনার করণীয় ঃ

ক. নিট ক্রয়ের পরিমাণ নিরূপন করুন।

খ. ঋণের সুদ ও বিনিয়োগের সুদ হিসাব করুন।

গ. মোট লাভ নির্ণয় করুন।

৬. পূর্বাশা কোম্পানি লিমিটেড -এর অনুমোদিত মূলধন ৮,০০,০০০.০০ টাকা। এই অনুমোদিত মূলধন ১০০.০০ টাকা মূল্যের ৮,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুত কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

রেওয়ামিল

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল

	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন (প্রতি শেয়ার ১০০.০০ টাকা মূল্যের ৫০০০টি শেয়ার)		৫,০০,০০০.০০
সাধারণ সঞ্চিতি		২৫,০০০.০০
২০% ঋণপত্র		১,০০,০০০.০০
বিবিধ পাওনাদার		৫৮,০০০.০০
অনাদায়ী তলব	২০,০০০.০০	
কলকব্জা	১,৮০,০০০.০০	
আসবাবপত্র	৩০,০০০.০০	
১৫% বিনিয়োগ (১-১-১৬)	২,০০,০০০.০০	
বিবিধ দেনাদার	৭৮,০০০.০০	
সুনাম	১,০০,০০০.০০	
প্রাথমিক খরচাবলী	৫০,০০০.০০	
মজুদ পণ্য (১-১-১৬)	২৫,৫০০.০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	২,৮৪,৫০০.০০	৫,২৩,৫০০.০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৫,৫০০.০০	৩,৫০০.০০
ক্রয়ের উপর বাট্টা		৭,৫০০.০০
মজুরি	২৬,০০০.০০	
বেতন	৩৬,০০০.০০	
ভাড়া	২৭,০০০.০০	
বীমা সেলামী	২,৫০০.০০	
শুল্ক	১০,০০০.০০	
বিজ্ঞাপন	৭৮,০০০.০০	
মনিহারী	১৫,০০০.০০	
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ (১-১-১৬)	৪৮,০০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৫,০০০.০০
ব্যাঙক জমার উদ্বৃত্ত	৮১,৫০০.০০	
লাভ-লোকসান হিসাব উদ্বৃত্ত		৭৫,০০০.০০০
	১২,৯৭,৫০০.০০	১২,৯৭,৫০০.০০

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলি সাধন করা প্রয়োজন ঃ

(ক) সমাপনী মজুদ পণ্য ৭৫,৫০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৪,৫০০.০০ টাকা মূল্যের অব্যবহৃত মনিহারী দ্রব্যাদি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(খ) মজুরি ২,৫০০.০০ টাকা; বেতন ৪,০০০.০০ টাকা এবং ভাড়া ৩,০০০.০০ টাকা বকেয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে বীমা সেলামী ৫০০.০০ টাকা বেতন ৪,০০০.০০ টাকা এবং ভাড়া ৩,০০০.০০ টাকা বকেয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে বীমা সেলামী ৫০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছে।

(গ) বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ৬,০০০.০০ টাকার পণ্য বিনামূল্যে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে কিন্তু উহা হিসাবভূক্ত হয় নাই।

এতদ্‌ভিন্ন পরিচালক পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে -

(১) বিবিধ দেনাদারের ২,০০০.০০ টাকা অনাদায়ী দেনাস্বরূপ গণ্য করিয়া অবলোপন করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ১০% ধরিয়া অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করিতে হইবে।

(২) মোট বিজ্ঞাপনের দুই-তৃতীয়াংশ বিলম্বিত করিতে হইবে।

(৩) কলকব্জার ১০% এবং আসবাবপত্রের ২০% অবচয় ধার্য করিতে হইবে।

(৪) নীট লাভের ২০,০০০.০০ টাকা সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

(৫) সুনামের এক-চতুথাংশ এবং প্রাথমিক খরচাবলীর অর্ধাংশ অবলোপন করিতে হইবে।

(৬) শেয়ার মূলধনের ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে।

আপনার করণীয় ঃ

(ক) নীট ক্রয় এবং ঘোষণাকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ নিরূপণ করুন।

(খ) মোট লাভ ২৫৭,৫০০ টাকা হলে আয় বিবরণী প্রস্তত করুন।

(গ) সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

৭. জনতা কোম্পানি লিঃ এর অনুমোদিত মূলধন ৭,০০,০০০.০০ টাকা। এই অনুমোদিত মূলধন প্রতি শেয়ার ১০০.০০ টাকা মূল্যের ৭,০০০.০০ শেয়ারে বিভক্ত ২০১৬ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুত কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রেওয়ামিল

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
শেয়ার মূলধন ঃ ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত ৫,০০০; প্রতি শেয়ার ৮০.০০ টাকা করিয়া তলবকৃত।		৪,০০,০০০.০০
১৫% ঋণপত্র (১-৪-১৬)		১,০০,০০০.০০
কলকব্জা	২,০০,০০০.০০	
আসবাবপত্র	৫০,০০০.০০	
সুনাম	১,০০,০০০.০০	
প্রাথমিক খরচাবলী	৪০,০০০.০০	
১৬% বিনিয়োগ (১-৭-১৬)	১,৫০,০০০.০০	
মজুদ পণ্য (১-১-১৬)	২৮,৫০০.০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	২,২০,৫০০.০০	৩,৯৫,৫০০.০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৬,৫০০.০০	৫,৫০০.০০
আমদানি শুল্ক	১০,০০০.০০	
বৈদ্যুতিক খরচাবলী	৮,৫০০.০০	
ক্রয় পরিবহন	৪,৫০০.০০	
মজুরি	১৫,৫০০.০০	
কমিশন	২,৫০০.০০	
বেতন	৪৫,০০০.০০	
ভাড়া	৪০,০০০.০০	
মনিহারি	১৬,৫০০.০০	
বিজ্ঞাপন	৫৫,০০০.০০	

বিলম্বে পণ্য সরবরাহের ক্ষতিপূরণ	৩,৫০০.০০	
ক্রয়ের উপর বাট্টা		৯,৫০০.০০
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৫,০০০.০০
সাধারণ দেনা সঞ্চিতি		৫০,০০০.০০
শেয়ার অধিহার		৪০,০০০.০০
বিবিধ দেনাদার	৭৫,০০০.০০	
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৬৮,৫০০.০০	
অনাদায়ী তলব	১০,০০০.০০	
অগ্রিম তলব		৫,০০০.০০
বিবিধ পাওনাদার		৩৫,০০০.০০
প্রদেয় বিল		৬,৫০০.০০
লাভ-লোকসান হিসাবউদ্বৃত্ত (১-১-১৬)		৯৪,৫০০.০০
	১১,৫০,০০০.০০	১১,৫০,০০০.০০

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলি সাধন করা প্রয়োজন ঃ

(১) সমাপনী মজুদ পণ্য ৮৮,৫০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে ৫,৫০০.০০ টাকার অব্যবহৃত মনিহারী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(২) একটি নূতন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০.০০ টাকা মজুরির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(৩) মজুরি ২,৫০০.০০ টাকা এবং বেতন ৩,০০০.০০ টাকা বকেয়া রয়েছে; পক্ষান্তরে ১০,০০০.০০ টাকা ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ৫,০০০.০০ টাকার পণ্য ভোক্তাদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা হিসাবভূক্ত হয় নাই। মোট বিজ্ঞাপন খরচের ১/৩ অংশ বিলম্বিত করিতে হইবে।

(৫) বিবিধ দেনাদারের ৩,০০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈয়ার করিতে হইবে।

(৬) সুনামের ২৫% এবং প্রাথমিক খরচাবলীল ৫০% অবলোপন করিতে হইবে।

(৭) কলকব্জার ১০% এবং প্রাথমিক খরচাবলীর ৫০% অবলোপন করিতে হইবে ।

(৮) পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে।

আপনার করণীয় ঃ

(ক) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করুন।

(খ) মোট লাভ ২১৫৫০০ টাকা ধরে আয় বিবরণ তৈরি করুন।

(গ) শ্রেণি বিন্যস্ত উদ্বৃতপত্র প্রস্তুত করুন।